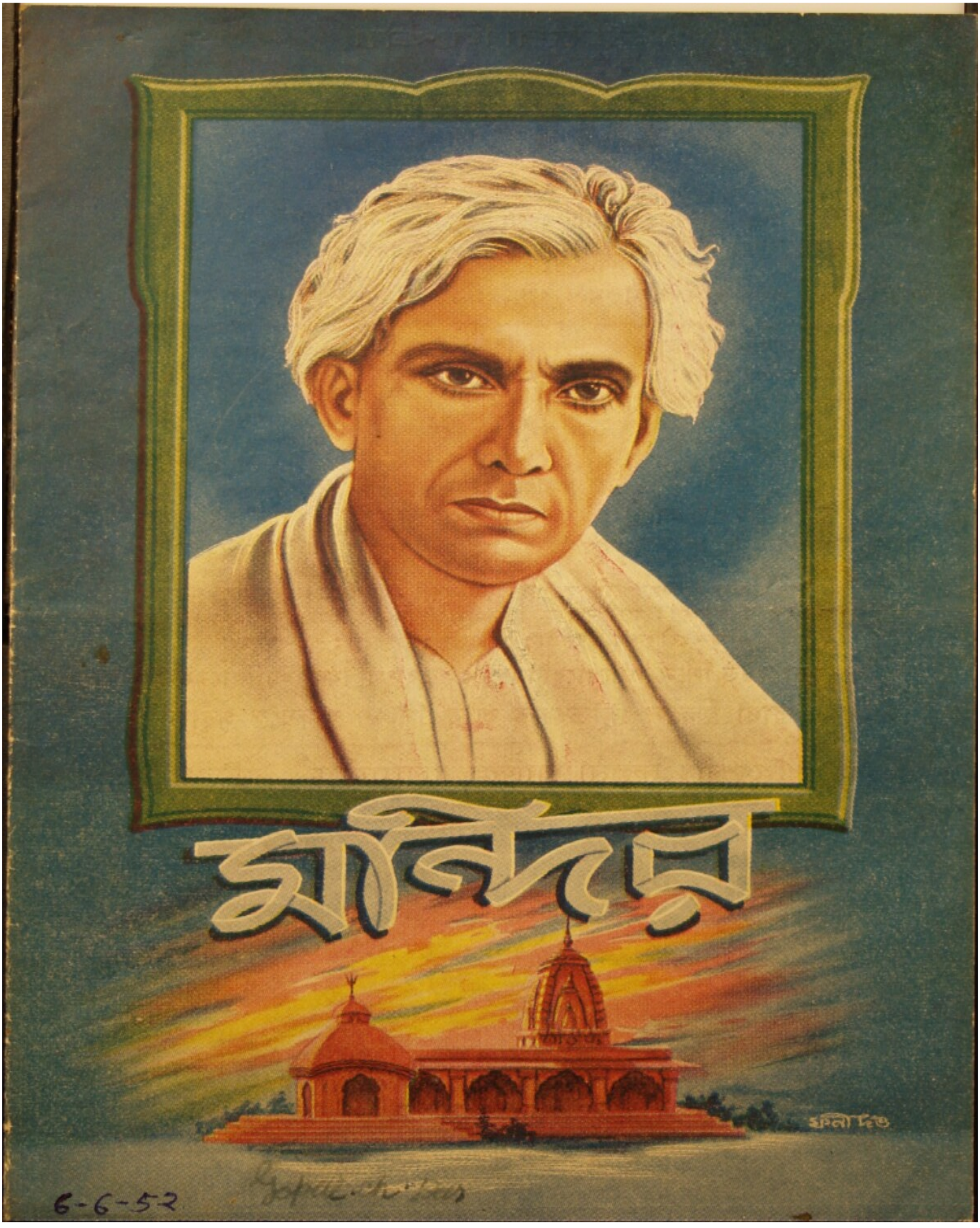
শান্তিনিকেতন

চিত্ররূপা লিঃ-এর

মন্দির

চরিত্রচিত্রণে :—

বিকাশ, যমুনা, সমর, জহর, ছায়া দেবী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, অপর্ণা, অমিতা, রেবা, মঞ্জু দে, মলয়া, নীতিশ, তুলসী লাহিড়ী রতন, রঞ্জন, শিখা, দীপঙ্কর।

প্রযোজনায় দেবকীকুমার বসু : : পরিচালনা চন্দ্রশেখর বসু

আলোকচিত্র পরিচালনা
অজিত সেনগুপ্ত

চিত্রশিল্পী
সুধীর বসু

শব্দযন্ত্রী
নৃপেন পাল এম-এস-সি

গীতকার
কবি বিমল ঘোষ
ইন্দুপ্রভা দেবী

সঙ্গীত পরিচালনা
কালীপদ সেন

শিল্প নির্দ্দেশনা
তারক বসু

ব্যবস্থাপনা
সুখেন চক্রবর্ত্তী

তত্ত্বাবধান
মনোরঞ্জন মুখার্জ্জি

সম্পাদনা
নানা বসু

সহকারী :

পরিচালনা : রবিন সরকার, পরেশ মজুমদার, শঙ্কর চক্রবর্ত্তী : চিত্রশিল্পে : মলয় রায়, পরিমল দত্ত, শৈলেন গুপ্ত : শব্দযন্ত্রে : মানস মুখার্জ্জি : সঙ্গীত পরিচালনা : প্রদ্যোৎনারায়ণ : ব্যবস্থাপনা : দ্বিজেন ভৌমিক : রূপসজ্জা : গোষ্ঠ দাস : সম্পাদনা : শচিন চক্রবর্ত্তী

য়ুনাইটেড সিনে ল্যাবোরেটারী : বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবোরেটারী

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিবেশনা : কল্পনা মুভিজ্ লিমিটেড্ কলিকাতা

মন্দির

বাংলার গ্রাম। গ্রামের সীমানা দিয়ে ব'য়ে গেছে ছোট্ট নদী। নদীতে ছোট্ট ডিঙ্গি বেয়ে গান গেয়ে যায় কিশোর শক্তিনাথ, ওপারে কুমোর সরকারদার বাড়ী। গ্রামের জমিদার রাজনারায়ণবাবু। তাঁর একমাত্র ছোট্ট মেয়ে অপর্ণা তাদের মন্দিরের পূজারী মধুসূদনের ছেলে শক্তিনাথকে বলে—"পটুয়া ঠাকুর"। কারণ সে তার বাবার কাছে পূজাপদ্ধতি না শিখে কুমোরবাড়ীতে বসে পুতুল গড়ে, রং দিয়ে তাদের চোখ মুখ আঁকে।

* * * *

দিন যায়। কিশোর কিশোরী শক্তিনাথ ও অপর্ণা যৌবনে পদার্পণ করে।

যথাসময়ে অপর্ণার বিবাহ হ'য়ে গেল। সেই রাত্রে শক্তিনাথকে দেখা গেল নদীতে—তার ছোট্ট ডিঙ্গির উপর উদ্বাস চোখে দাঁড়িয়ে। পরদিন প্রভাতেই অপর্ণা চলে গেল তার স্বামী অমরনাথের সঙ্গে। শ্বশুরবাড়ীতে, শ্বশুর, শাশুড়ী, বিবাহিতা ননদ অলকা আর সদাহাস্যময়ী নন্দা। নন্দা অমরনাথের মামার মেয়ে।

চিরদিনের স্নিগ্ধ আবেষ্টনী 'মন্দির' আর তার স্নেহশীল বাবার কোল থেকে এসে অপর্ণা নিজেকে ঠিক মিলিয়ে নিতে পারে না শ্বশুরবাড়ীর নতুন আবহাওয়ার মধ্যে। তাই বিপুলা শাশুড়ী নববধূকে

মন্দির

দেখেন বক্রদৃষ্টিতে। স্বামী অমরনাথও ভুল বোঝে অপর্ণাকে। নববিবাহিত বরবধূ পরস্পরের সান্নিধ্যে না এসে ব্যবধান সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে। তবুও অমরনাথ চেষ্টা করে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে উপহার দিয়ে। কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়। মন্দিরের অপর্ণা মানুষের উপহারের দাম দিতে শেখেনি

* * * *

অমরনাথ ক'লকাতায় চলে আসে তার বন্ধু নির্মলের কাছে। ব্যর্থ প্রেমে পেতে চায় একটু শান্তির সন্ধান। নির্মল সন্ধান দেয়—কিন্তু তা আরও জটিল হয়। অমরনাথের পরিচয় হয়—সুগায়িকা ও বিদুষী বিজলীর সঙ্গে। মুগ্ধা বিজলী চায় অমরনাথের মনের শূন্যতাকে পূর্ণ করতে। কিন্তু সেখান হ'তেও অমরনাথ যায় দূরে স'রে। স্ত্রীর অবহেলা তার মনে সব সময়ে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। অমরনাথ অপর্ণাকে সত্যি ভালবেসেছিল।

* * * *

শান্ত শক্তিনাথ অপর্ণার বিবাহের পর আরও স্তব্ধ হ'য়ে যায়। তার বাল্যের সহচর নদীর মাঝি অনুরোধ করে বিয়ে করে সংসার পাততে। শক্তিনাথ বলে—"বিয়ে? কার সঙ্গে?"

* * * *

তারপর একদিন শাশুড়ীর কাছে অপমানিত, বিতাড়িত হ'য়ে অপর্ণা ফিরে আসে তার বাবার কাছে। শক্তিনাথের ডাক পড়ে মন্দিরের ভার নেবার জন্যে, কিন্তু সে সহ্য করতে পারে না অপর্ণার সান্নিধ্য। তার মনে হয় অপর্ণা যেন অত্যন্ত কঠোর। তাই সে ক'লকাতায় চলে যায় অমরনাথের বন্ধু নির্মলের বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি গড়তে।

মন্দির

অসুস্থ শক্তিনাথ শ্রীরাধার মূর্তি গ'ড়ে চলে। বিশ্রাম নেই, দিবারাত্র সে কাজ করে। মূর্তি যখন শেষ হয় তখন শক্তিনাথ জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে যায়। অমরনাথ আসে নির্মলের বাড়ী,—দেখে মূর্তির মুখ যেন তার স্ত্রী—অপর্ণার প্রতিচ্ছবি। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যেন সে আলোর সন্ধান পায়। অসুস্থ শক্তিনাথকে অমরনাথ নিয়ে যায় তার নিজের বাসায়। জ্বরের ঘোরে শক্তিনাথ তার মনের কথা সব প্রকাশ করে অমরনাথের কাছে। অমরনাথ কিন্তু নিজের প্রকৃত পরিচয় অপ্রকাশই রাখে শক্তিনাথের কাছে। বন্ধুত্ব স্থাপন হয় পরস্পরের মধ্যে।

অমরনাথের অক্লান্ত সেবা ও যত্নে সুস্থ হোয়ে ওঠে শিল্পী শক্তিনাথ। দেশে ফেরার সময় সে নিয়ে যায়, সরকারদার জন্যে কম্বল, মাঝিভা'য়ের জন্যে ঘটি আর অপর্ণার জন্যে—সেই একই উপহার—যা দিতে চেয়েছিল অমরনাথ তার স্ত্রীকে। নির্মলই কিনে দিয়েছিল দু'জনকেই। নিয়তির পরিহাস—

* * * *

শক্তিনাথের উপহারও নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়, শক্তিনাথকেও শুনতে হয়—অপর্ণার কঠোর তিরস্কার, অপর্ণা শক্তিনাথের দেওয়া উপহার ছুড়ে ফেলে দেয় বাগানে, আবর্জনার মাঝে। বলে—"তুমি আমার মন্দির অপবিত্র করেছ। আর কোনদিন এসো না তুমি আমার মন্দিরে।"

অমরনাথ আসে অপর্ণাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। স্বামীর স্নেহের ডাকে সাড়া দিয়ে—তার পাশে এসে দাঁড়ায় অপর্ণা। সেই মিলনের মাঝে—নদীর তীরে দেখা যায় নিভে আসা চিতা একটি—শক্তিনাথ চলে গেছে—চিরকালের জন্যে।

মন্দির

সঙ্গীতাংশ

[১

মন পবনের নাও চলেরে মন পবনের না ।
দুই কূলে তার হাতছানি দেয় সবুজ সোনার গাঁ ।
সুবাস ভরা বাতাস লেগে
মনের মুকুল উঠ্‌ল জেগে,
কোন্ কূলে মোর ভিড়্‌বে তরী নেইকো ঠিকানা !!
ঝিকিমিকি নদীর জলে সাদা পালের দোলা,
চাঁদমালা তায় ভাসতে থাকে
সুখেই আপন ভোলা ;
কে জানে কোন্ রূপকুমারী
গহীন জলে যায় সাঁতারি,
পায়নি খুজে স্বপনপুরীর পথের নিশানা !!

[২]

সীতারামের পুণ্য কিরণ ছড়ায় ভুবন ভরি',
গহন বনে নদীর বুকে গুহক ভাসায় তরী ।
রঘুপতি রামের সাথে জনক নন্দিনী,
পতির সহযাত্রী হলেন সতী সীমন্তিনী ।
পুলক জাগায় সেই সেদিনের কাব্যকথা স্মরি',
গহন বনে নদীর বুকে গুহক ভাসায় তরী ॥
হায়রে তবু সীতার হিয়া কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,
ললাটে কি লিখন আছে পঞ্চবটী বনে,
রাঙা মেঘের রাঙা আলোয় সোণার বরণ সীতা,
রামের পানে সজল চোখে তাকায় অনিন্দিতা ।
আকুল নদী সীতারামের চরণ বুকে ধরি',
গহন বনে নদীর বুকে গুহক ভাসায় তরী ॥

[৩]

চোখে চোখে মিলন হোয়ে
স্বপন কেন ভেঙে যায় ।
প্রেম কি কাঁদায় সবারে গো
আমি কাঁদি যে ব্যথায় ॥

মন্দির

তাই কি নিঠুর যাও কাঁদিয়ে,
পরাণে মোর আঘাত দিয়ে,
তবু আমি তোমার লাগি
বসে রব নিরালায় !!
তোমার প্রেমের যে সুর বাজে,
আমার গোপন হিয়ার মাঝে,
সেই সুরে মোর গোপন ব্যথা,
কেঁদে ওঠে বেদনায় !!

[৪]

সৈঁইয়া তু একবারি আ জা ।
দিন নহি চায়ন্
রাত নহি নিদিয়াঁ
স্বপনমে দরশ দিখা যা ॥

[৫]

ওরে ও মন পবনের নাও ।
নোনা জলের শুকনো হাওয়ায় কি গান তুমি গাও ।
সুঁযি ডোবা অন্ধকারে ঘোলা গাঙের ঢেউ,
গুমরে মরে ভাঙা ঘাটে, আসবে না তোর কেউ ;
সকল আশার শেষ মোহনায়, মিছেই তরী বাও ! !
বালুচরের কাঁদন ওঠে—পাপড়ি ঝরা ফুলে,
ঘুর্ণি হাওয়ার ক্ষেপা হাসি
শোনরে ভাঙা কূলে,
সাত সাগরের কান্নায় রে তোর ব্যথার বাঁশী বাজে,
জীবন ভ'রে খুঁজলি যারে,
(তারে) কোথাও পেলিনা যে ;
কিসের লাগি অন্ধকারে, কোথায় তুমি ধাও !!

★

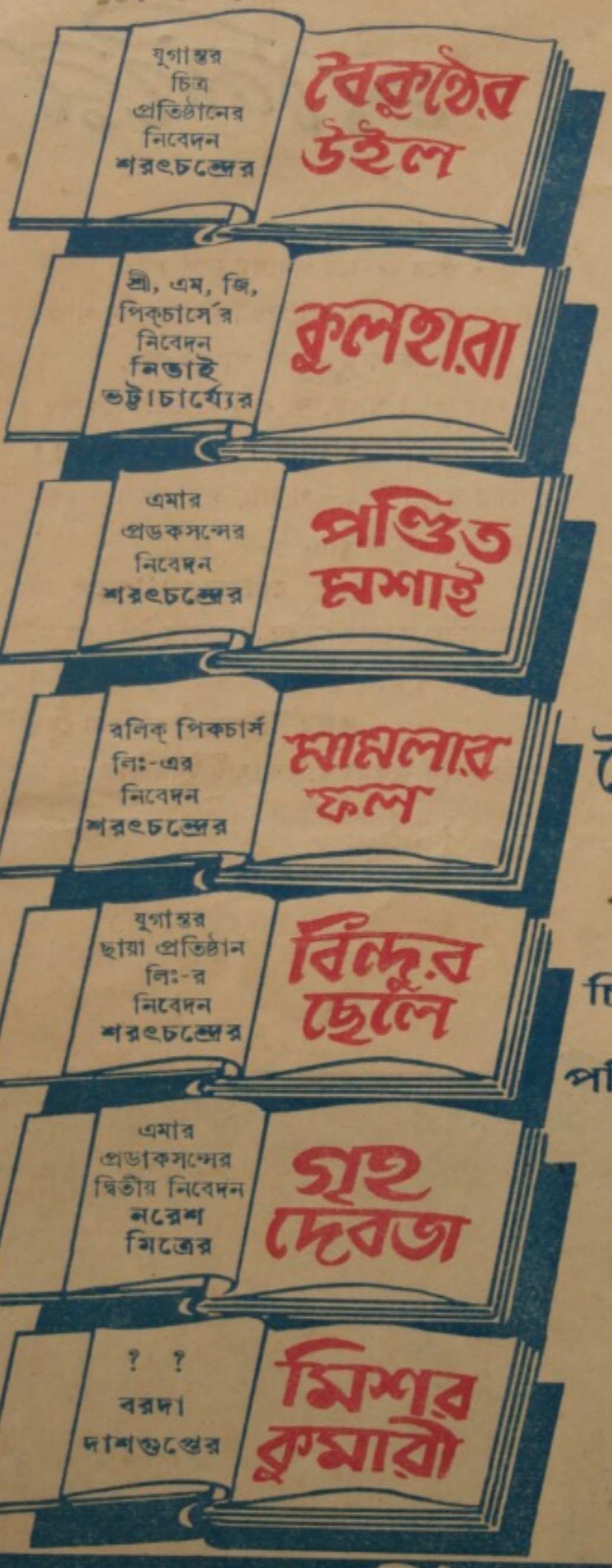

যুগান্তর চিত্র প্রতিষ্ঠানের নিবেদন
শরৎচন্দ্রের
বৈকুণ্ঠের উইল
পরিচালনা ঃ
মানু সেন

শ্রী, এম, জি, পিক্‌চার্সে'র নিবেদন
নিতাই ভট্টাচার্য্যের
কুলহারা
পরিচালনা ঃ
মানু সেন

এমার প্রডকসন্সের নিবেদন
শরৎচন্দ্রের
পণ্ডিত মশাই
পরিচালনা ঃ
নরেশ মিত্র

রসিক পিকচার্স লিঃ-এর নিবেদন
শরৎচন্দ্রের
মামলার ফল
চিত্রনাট্য ঃ
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা ঃ
চন্দ্রশেখর বসু

যুগান্তর ছায়া প্রতিষ্ঠান লিঃ-র নিবেদন
শরৎচন্দ্রের
বিন্দুর ছেলে
চিত্রনাট্য-**নরেশ মিত্র**
পরিচালনা-**চিত্ত বসু**

এমার প্রডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন
নরেশ মিত্রের
গৃহদেবতা
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ
নরেশ মিত্র

? ?
বরদা দাশগুপ্তের
মিশর কুমারী
পরিচালনা- ??

G. G. Publicity

কল্পনা মুভিজ লিঃ, কলিকাতা

কল্পনা মুভিজের পক্ষ হইতে তন্ময় ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ৫৩, বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য—/১০ আনা